4th Sem G CC-4/GE-4 24/04/2020

প্রশ্ন :- ইম্মানুয়েল ওয়ালারস্টাইন -র বিশ্ব ব্যবস্থা তত্ত্ব :- (১৫)
(৫০০ শব্দের মধ্যে) DIPANNITA KUNDU

উত্তর :- আন্তর্জাতিক রাজনীতি হল একটি অবিরত দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র, আর এই দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষ ঘটে মূলত দুই অর্থনৈতিক শ্রেণীর মধ্যে। রাষ্ট্র হল এই সংঘর্ষের উপলক্ষ্য মাত্র। শক্তিশালী শ্রেণীর দ্বারা দুর্বলতর শ্রেণীর শোষণ হল বিশ্ব রাজনীতির চিরন্তন সত্য, অর্থাৎ মার্কসবাদের মূলসূত্রটি রয়েছে বিশ্বরাজনীতির মধ্যে।

বিশ্ব ব্যবস্থাতত্ত্বের মুখ্য প্রবক্তা হলেন ইমানুয়েল ওয়ালারস্টাইন, তাঁর মতে সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসে দুই ধরনের বিশ্বব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়, বিশ্ব সাম্রাজ্য আর বিশ্ব অর্থনীতি, এই দুই ব্যবস্থার মূল পার্থক্য হল এই যে বিশ্ব সাম্রাজ্যে কেন্দ্র ও প্রান্তবর্তী অঞ্চলের অর্থনৈতিক সম্পদের বন্টন বা কেন্দ্রীকরণ ঘটে থাকে কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের তথা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে। আর বিশ্ব অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনো কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় না, সেখানে সম্পদের বন্টন ঘটে থাকে বাজারের ব্যবস্থার দ্বারা। কিন্তু বন্টন যেভাবেই হোক না কেন, উভয় ক্ষেত্রেই প্রত্যন্তবর্তী অঞ্চল থেকে কেন্দ্রীয় অঞ্চলে সম্পদের হস্তান্তর ঘটতে দেখা যায়।

ওয়ালারস্টাইন আধুনিক বিশ্ব ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিহ্নিত করেন স্থানিক ও কালিক ভিত্তিতে। স্থানিক মাত্রাগত দিক থেকে বিশ্বব্যবস্থার তিনটি অংশ, যথা - কেন্দ্র (Centre), প্রান্ত (Periphery) ও অর্ধপ্রান্ত (Semi periphery)। কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলি হল উন্নত অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ভরকেন্দ্র। শিল্প, প্রযুক্তি, কৃষি ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই তারা অনেক এগিয়ে, অন্যদিকে প্রান্তিক অঞ্চলগুলির ভূমিকা হল কাঁচামাল সরবরাহের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় অঞ্চলের অর্থনীতিকে প্রগতির পথে নিয়ে যাওয়া। প্রযুক্তি, শিল্পোন্নয়ন, শ্রমের মজুরি সমস্ত দিকেই এই প্রান্তিক অঞ্চলগুলি অনেক পিছিয়ে। আর অর্ধপ্রান্ত হল সেই অঞ্চল যার মধ্যে কেন্দ্র ও প্রান্ত উভয়ের বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়, এই মিশ্র চরিত্রের জন্য এই অঞ্চলগুলি বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কালিক বা কালগত মাত্রার দিক থেকে বিচার করে ওয়ালারস্টাইন দুই ধরনের পরিবর্তনের কথা বলেছেন, যথা - বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন আর বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন, অভ্যন্তরীণ

পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ক্ষমতার স্তরবিন্যাসের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, আর আমূল পরিবর্তন তখন দেখা দেবে যখন ব্যবস্থার মুখ্য কারকদের দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদী লক্ষ্য বা আচরণের মধ্যে অসামঞ্জস্যের পরিস্থিতি তৈরী হবে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন যে এই ব্যবস্থায় স্বল্পমেয়াদী ক্ষেত্রে শ্রমিকদের বেতন কম দিতে পারলেই পুঁজিপতিদের লাভ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিতে শ্রমিকদের যদি ভোক্তা হিসেবে দেখা যায় তাহলে তার আয় হ্রাস পাওয়ার অর্থ হল সমাজে ভোগের সঙ্কট সৃষ্টি অর্থাৎ উৎপাদিত পণ্যের ক্রেতার অভাব দেখা দেবে, তাঁর মতে বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বর্তমানে এমনই এক সঙ্কটের পর্যায়ে পৌঁছেছে।

ওয়ালারস্টাইন মনে করেন বিশ্ব রাজনৈতিক ক্ষমতা মূলত অর্থনৈতিক কাঠামোর দ্বারাই নির্ধারিত হয়। তাঁর মতে বিশ্ব রাজনীতিতে কোনো একটি রাষ্ট্রের হাতে চূড়ান্ত রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক ক্ষমতা না থাকার জন্য কেন্দ্র-প্রান্ত-অর্ধপ্রান্ত-ভিত্তিক এক-বিশ্বজনীন শ্রমবিভাজন ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছে।

ওয়ালারস্টাইনের বিশ্বব্যবস্থা তত্ত্বটি নানা ধরনের সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা নির্ধারিত হয় এটা গ্রহণযোগ্য নয়, মার্কসীয় বিপ্লবী আদর্শের প্রতি অতিমাত্রায় বিশ্বস্ততাও এই তত্ত্বের গ্রহণযোগ্যতাকে ব্যাহত করেছে, তাছাড়া দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, চীন, ভারত, ব্রেজিল প্রভৃতি রাষ্ট্র যেগুলি মূলত অপ্রান্তীয় তাদের অর্থনৈতিক সাফল্যের কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা এই তত্ত্ব থেকে পাওয়া যায় না,